যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯০৭

১/ বিবিধ

আরবী

من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها، كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس

ضعيف

أخرجه ابن ماجه (2 / 401) وأبو حاتم ابن حبان في " روضة العقلاء" (159 ـ 160) عن وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن بن مينا عن جودان مرفوعا به. وقال أبو حاتم: " أنا خائف أن يكون ابن جريج رحمه الله دلس هذا الخبر، فإن (كان) سمعه من العباس بن عبد الرحمن، فهو حديث حسن ". قلت: كلا، فإن فيه عللا أخرى كما سترى: وقال المنذري (3 / 293) : " رواه أبو داود في " المراسيل "، وابن ماجه بإسنادين جيدين كذا قال، وليس بجيد، لتدليس ابن جريج، وكلامه يوهم أن له طريقين وإسنادين عن

جودان وليس كذلك، ثم إن العباس بن عبد الرحمن بن مينا ليس بالمشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ". وجودان لم تثبت له صحبة، وقال أبو حاتم: " جودان مجهول، وليست له صحبة ". وفي " التقريب ": " مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ". وله شاهد من حديث جابر أخرجه الطبراني في " الأوسط "، وفيه إبراهيم بن أعين، وهو ضعيف كما في " المجمع " (8 / 81) . وله طريق أخرى عنه فيه متهم، وسيأتي ذكره نحوه برقم (2039) . وقد أورده ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 315 ـ 316) موقوفا عليه من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عمن حدثه عن أبي

الزبير عن جابر. ثم قال المنذري: " روى عن جماعة من الصحابة، وحديث جودان أصح، وجودان مختلف في صحبته ولم ينسب

বাংলা

১৯০৭। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট (ত্রুটির জন্য) ওযর পেশ করল কিন্তু সে তা কবুল করল না তা তার জন্য (যুলুম করে) ওশর আদায়কারীর গুনাহের ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ (২/৪০১), আবু হাতিম ও ইবনু হিব্বান “রাওযাতুল ওকালা” গ্রন্থে (১৫৯-১৬০) অকী হতে, তিনি সাওরী হতে, তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে, তিনি আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মীনা হতে, তিনি জুদান হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ হাতিম বলেনঃ আমি আশঙ্কা করছি যে, ইবনু জুরায়েয এটিকে তাদলীস করেছেন। তিনি যদি আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান হতে শুনে থাকেন তাহলে হাদীসটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কখনও নয়। কারণ এর সনদে অন্যান্য সমস্যা রয়েছে যেমনটি তা দেখবেন। মুনযেরী (৩/২৯৩) বলেনঃ এটিকে আবু দাউদ "আলমারাসীল" গ্রন্থে ও ইবনু মাজাহ দু’টি ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন।

এরূপ কথা ভাল নয় ইবনু জুরায়েয কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়ার কারণে। তার কথা সন্দেহ সৃষ্টি করে যে হাদীসটির জাওদান হতে দুটি সূত্র এবং দু’টি সনদ রয়েছে, অথচ বিষয়টি আসলে তা নয়। এ ছাড়াও আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মীনা প্রসিদ্ধ নন। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন তিনি মকবুল।

আর জাওদানের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। আবু হাতিম বলেনঃ জাওদান মাজহুল। তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

আর “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছেঃ তার সাক্ষাৎ ঘটার বিষয়টি বিতর্কিত। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য তাবেঈগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

জাবের (রাঃ)-এর হাদীস হতে তার একটি শাহেদ এসেছে, সেটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইবরাহীম ইবনু আ’উন রয়েছেন। তিনি দুর্বল যেমনটি "আলমাজমা" গ্রন্থে (৮/৮১) এসেছে।

তার থেকে হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে কিন্তু এর মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। সেটির আলোচনা (২০৩৯) হাদীসে আসবে।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/৩১৫-৩১৬) মওকুফ হিসেবে লাইসের কাতেব আবূ সালেহ হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি সেই ব্যক্তি হতে যিনি তার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

মুনযেরী বলেনঃ একদল সাহাবী হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। আর জাওদানের হাদীসটি বেশী শুদ্ধ। অথচ জাওদানের সাক্ষাতের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। তাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72790

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন